সমাজ ভিত্তিক
জলাভূমি সম্পদ
ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

# মৎস অভয়াশ্রমের সুফল

কালিয়াকৈরে তুরাগ নদীর লালখার কুমে স্থায়ী অভয়াশ্রম

তুরাগ-বংশী নদী ও এর প াবনভূমি ঢাকার ঠিক উত্তরে কালিয়াকৈর উপজেলা (গাজীপুর জেলা) এবং মির্জাপুর উপজেলা (টাঙ্গাইল জেলা) এর মধ্যে অবস্থিত। মাচ্ প্রকল্প তুরাগ নদীর অববাহিকায় চারটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন (Resource Management Organizations) বা আরএমও গঠনের মাধ্যমে প াবনভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। সব সংগঠনের স্থানীয় জেলে এবং অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারকারীরা এতে সম্পৃক্ত হয়।

১৯৯৯ সাল থেকে এই আরএমওগুলি ১০ হেক্টর জলাশয় জুড়ে ১৯টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয় তুরাগ অঞ্চলের আরএমও এবং স্থানীয় সরকার নিয়ে সংগঠিত দৈনন্দিন সহ-ব্যবস্থাপনার দ্বারা তুরাগ নদীতে স্থায়ীভাবে তিনটি অভয়াশ্রম স্থাপন করেছে। স্থানীয় কমিউনিটি মকেশ বিলের প াবনভূমিতে নয়টি অভয়াশ্রম ও আওলা বিলের প াবনভূমিতে সাতটি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রত্যেক অভয়াশ্রমের সংরক্ষণ কাজে আশেপাশের অঞ্চলের সদস্যদের নিয়ে নিজস্ব কমিটি গঠন করা হয়। স্থানীয় কমিটিগুলির সদস্যদের নিয়ে চারটি আরএমও এর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়। আরএমও কার্য নির্বাহী কমিটি পর্যায়ক্রমে সমন্বয় সাধন করে নিশ্চিত করবে যে, স্থানীয় জনগন জলাশয়ের নিদিষ্ট এলাকা এবং মৌসুমের নিদিষ্ট সময়ে মাছ ধরা বন্ধ রাখবে।

## বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির মাছ ফিরে এসেছে

শুষ্ক মৌসুমে মাছ সংরক্ষণের লক্ষ্যে নদীর গভীরতম অংশে অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে, যাকে স্থানীয়ভাবে 'কুম' বলা হয়। এ সময় পানি বর্ষা সময়ের চেয়েও শতকরা ৭ ভাগে এসে দাঁড়ায়। একইভাবে, বিলের অভয়াশ্রমগুলি গভীরতম স্থানে স্থাপন করা হয়েছে, যাকে স্থানীয়ভাবে 'দহ' বলা হয়। যেখানে বিলের বেশীরভাগ অংশেই পলি পড়েছিল সেখানে মাচ্ প্রকল্প খনন কাজে সহযোগিতা করে, এই জন্য যে, অভয়াশ্রমের স্রোতবিহীন ক্ষুদ্র জলাশয়গুলি গভীর থাকে এবং সে স্থানের পানি ও মাছের ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাচ্ বর্ষা মৌসুমের প্রথম দিকে মাছ ধরা সীমিত করতে সম্পদ ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা করে। নিয়মিত পরিবীক্ষনের তথ্য বিশে ষন থেকে পাওয়া যায় যে, তিনটি বৃহৎ জলাশয়ে মাছ ধরার পরিমান বৃদ্ধি লক্ষনীয়। বৃদ্ধি প্রসঙ্গে এই তথ্য প্রকল্প নমুনা এলাকায় নিয়মিত পরিবীক্ষণ চালানোর ফলাফল প্রসূত। চার বছরের অধিক সময় ধরে (২০০০-২০০৪) অর্থাৎ এই অভয়াশ্রমগুলির প্রতিষ্ঠাকাল হতে নিকটবর্তী মৌসুমগুলির শুরুতেই মাছ ধরার গড় পরিমাণ বেইজলাইন অপেক্ষা শতকরা ২০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৯ সালে বেইজলাইন মাছ ধরার পরিমাণ ছিল হেক্টর প্রতি ৫৭ কে.জি. যেখানে পরবর্তী চার বছরে মাছ ধরার পরিমাণ ছিল হেক্টর প্রতি গড়ে ১৭১ কে.জি.।

প্রজাতির বৈচিত্র্যতাও বেইজলাইন (১৯৯৯) অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেইজলাইন নমুনায় গড়ে ৮২টি মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। যেখানে অভয়াশ্রম এবং উন্নত ও নিশ্চিত আবাসস্থল প্রতিষ্ঠার পর ৯৫টি প্রজাতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মৎস্য প্রজাতি প্রাকৃতিকভাবে আবার ফিরে এসেছে কারণ তাদের আবাসস্থলগুলি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং রক্ষনাবেক্ষনেরও ব্যবস্থা নেয়া হয়। এছাড়া আরএমওরাও সফলতার সাথে কিছু স্থানীয় প্রজাতি যেমন মেনি, ফলি, পাবদা ও কালিবাউশ মাছ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। পুনরুদ্ধারকৃত প্রজাতিগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই এলাকায় উৎপন্ন হচ্ছে এবং সফলভাবে একটি সক্ষম গোষ্ঠী হিসাবে নিরাপদে অবস্থান করছে।

এই এলাকায় মাথাপিছু মৎস্য খাওয়ার পরিমাণ ১৯৯৯ সালে ২৭ গ্রাম থেকে ২০০৩ সালে ৩৭ গ্রাম পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ শতকরা ৩৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তথ্য শুধু কঠোর পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের জন্যই নয়, সমাজের সদস্যরাও মতামত দেয় যে, তারা তাদের পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য প াভবভূমি থেকে আরো বেশী পরিমাণ মাছ ধরতে পারে। নিকটবর্তী কমিউনিটির লোকেরাও এই সফলতার কথা জানতে পারে এবং তাদের নিজেদের এলাকায় স্থানীয় সরকারের সহায়তায় অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করে।

**অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন**
মাচ্ হেডকোয়ার্টার
বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩
ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬
URL: www.machban.org

DESIGN: www.intentdesign.net